Chapter-04
Lecture no -28+29+30
বিষয়ঃ যুক্তিবিদ্যা
অধ্যায়-৪র্থ

জাতি: **যদি কোনো সদর্থক যুক্তিবাক্য দু'টি শ্রেণি বাচক পদের মধ্যে এমন সম্পর্ক থাকে যে, একটির ব্যক্ত্যর্থ অন্যটির থেকে বেশি এবং বেশি ব্যক্ত্যর্থপূর্ণ শ্রেণিটি অপর শ্রেণিটিকে অন্তর্ভুক্ত করে তাহলে এই বেশি ব্যক্ত্যর্থপূর্ণ শ্রেণিটি কম ব্যক্ত্যর্থ বিশিষ্ট শ্রেণির 'জাতি' বলে বিবেচিত। যেমন: 'সকল বাঘ প্রাণী।'**

উপজাতি: যদি কোনো সদর্থক যুক্তি বাক্য দুটি শ্রেণিবাচক পদের মধ্যে এমন সম্পর্কে থাকে যে, একটির ব্যক্ত্যর্থ অন্যটির ব্যক্ত্যর্থ থেকে কম এবং কম ব্যক্ত্যর্থ যুক্ত শ্রেণিটির বেশি ব্যক্ত্যর্থ যুক্ত শ্রেণিটির অন্তর্ভূক্ত হয়, তাহলে এই কম ব্যক্ত্যর্থযুক্ত শ্রেণিকে বেশি ব্যক্ত্যর্থযুক্ত শ্রেণির উপজাতি বলে। যেমন: 'সকল দার্শনিক হয়/হন মানুষ।

জাতি ও উপজাতির মধ্যে পার্থক্য নিম্নরূপ–

জাতি	উপজাতি
১। সংখ্যার দিক থেকে জাতি বড়	**১। সংখ্যার দিক থেকে উপজাতির ছোট।**
২। জাতির ব্যক্তার্থ উপজাতির ব্যক্তর্থকে অন্তর্ভূক্ত করে।	**২। উপজাতির ব্যক্তার্থ জাতির ব্যক্তর্থের মধ্যে অন্তর্ভূক্ত হয়।**
৩। জাতির অন্তর্গত উপজাতি থাকে।	৩। উপজাতির কোনো উপজাতি থাকে না। কেননা উপজাতি থাকলে তা জাতি হয়ে যায়।

লক্ষণ বা বিভেদক লক্ষণ: যে গুণের কারণে একই জাতির অন্তভুক্ত একটি উপজাতি কে তার সমজাতীয় অন্যান্য উপজাতি থেকে অলাদা করা হয় তাকে লক্ষণ বা বিভেদক লক্ষণ বলে। যেমন- বুদ্ধিবৃত্তি

উপলক্ষণঃ যে গুণ জার্ত্যথের অংশ নয় কিন্তু জাত্যর্থ থেকে অনিবার্যভাবে নিঃসৃত হয় তাকে উপলক্ষণ বলে। যেমন- সকল মানুষ হয় চিন্তাশীল প্রাণী।
উপলক্ষের প্রকারভেদঃ উপলক্ষণ দুই প্রকার যথা- ১, জাতিগত উপলক্ষণ ২, উপজাতিগত উপলক্ষণ

জাতিগত উপলক্ষণঃ যে উপলক্ষণ কোনো শ্রেণীর আসন্নতম বা নিকটতম জাতিগত বৈশিষ্ট্য থেকে অনিবার্যভাবে নিঃসৃত হয় তাকে জাতিগত উপলক্ষন বলে। যেমন- ক্ষুধা, নিদ্রা

উপজাতিগত উপলক্ষণঃ যে উপলক্ষণ কোনো শ্রেণীর বিভেদক লক্ষণ থেকে অনিবার্যভাবে নিঃসৃত হয় তাকে উপজাতিগত উপলক্ষণ বলে। যেমন- চিন্তাশীলতা হলো মানুষ পদের উপজাতিগত উপলক্ষণ।

প্রশ্ন ৪। "বিধেয় বিধেয়ক নাম"– বুঝিয়ে লেখ। [কু. বো. '১৯]

উত্তর: কোনো একটি যুক্তিবাক্যের উদ্দেশ্য পদ সম্পর্কে যা কিছু বলা হয় তাকে বিধেয় বলে। তাই বিধেয় হচ্ছে যুক্তিবাক্যের একটি পদ। আর জাতি বা শ্রেনিবাচক বিধেয় পদ বিশিষ্ট কেনো সদর্থক যুক্তিবাক্যে উদেশ্য পদের সাথে বিধেয় পদের যে সব সম্পর্ক হতে পারে, যেমন সম্পর্ককে বিধেয়ক বলে। তাই বিধেয়ক হলো এক প্রকার সম্পর্ক যা কেবল সদর্থক যুক্তিবাক্যে থাকে। যেহেতু বিধেয় একটি পদ এবং বিধেয়ক এক প্রকার সম্পর্ক, তাই বিধেয় বিধেয়ক নয়।

প্রশ্ন ৫। "বৃহত্তম জাতি কখনই উপজাতি হিসেবে ব্যবহৃত হয় না"– ব্যাখ্যা কর।
[চ. বো. '১৯]

উত্তর: বৃহত্তম জাতি হলো সর্বোচ্চ জাতি। এর চেয়ে বড় কোনো জাতি কোনো জাতি নেই। বৃহত্তম জাতির অর্ন্তভুক্ত অনেক উপজাতি আছে কিন্তু বৃহত্তম জাতির চেয়ে বড় কোনো জাতি নেই। যেমন: 'দ্রব্য'–এ জাতিটি বৃহত্তম জাতি। এর চেয়ে বড় কোনো জাতি নেই। যেহেতু বৃহত্তম জাতির চেয়ে বড় কোনো জাতি নেই, তাই বৃহত্তম জাতি অন্য কোনো জাতির উপজাতি হিসেবে ব্যবহৃত হয় না। তাই বলা যায়, 'বৃহত্তম জাতি কখনই উপজাতি হিসেবে ব্যবহৃত হয় না।'

প্রশ্ন ৬। 'বিধেয়' এবং বিধেয়ক এক নয় কেন? বুঝিয়ে লেখ।

[ঢা. বো. ১৮, ১৭; য. বো. '১৮; সি. বো. ১৯, '১৮; দি. বো. '১৮; কু. বো. ১৭'১৬; চ. বো. '১৬; সি. বো. ১৭]

উত্তর: প্রকৃতিগতভাবে ভিন্ন হওয়ার কারণে বিধেয় ও বিধেয়ক এক নয়। কোনো যুক্তিবাক্যের উদ্দেশ্য পদ সম্পর্কে যা কিছু স্বীকার বা অস্বীকার করা হয় তাকে বিধেয় পদ বলে। তাই বিধেয় একটি পদ। আর কোনো জাতি বা শ্রেণিবাচক বিধেয় পদ বিশিষ্ট কোনো সদর্থক যুক্তিবাক্যের উদ্দেশ্য পদের সাথে বিধেয় পদের যেসব সম্পর্ক হতে পারে, সেসব সম্পর্ককে বিধেয়ক বলে। তাই বিধেয়ক এক প্রকার সম্পর্ক যা কেবল সদর্থক যুক্তিবাক্যে থাকে। যেহেতু বিধেয় একটি পদ এবং বিধেয়ক এক প্রকার সম্পর্ক, তাই বিধেয় ও বিধেয়ক এক নয়।

প্রশ্ন ৭। উপলক্ষণ বলতে কী বোঝ? [ব. বো. '১৯]

উত্তর: যে গুণ বা গুণাবলি কোনো পদের জাতর্থ্যের অংশ নয় কিন্তু পদটির জাত্যর্থ থেকে অনিবার্যভাবে নিঃসৃত হয় যেসব গুণ বা গুণবলিকে উপলক্ষণ বলে। যেমন: 'বিচারক্ষমতা' গুণটি 'মানুষ' পদের উপলক্ষণ। কেননা 'বিচারক্ষমতা' গুণটি 'মানুষ' পদের জাত্যর্থের অংশ নয় কিন্তু 'মানুষ' পদের জাত্যর্থ 'বুদ্ধিবৃত্তি' থেকে অনিবার্যভাবে নিঃসৃত হয়। তাই 'বিচারক্ষমতা' গুনটি উপলক্ষণ। এভাবে জাত্যর্থ থেকে পাওয়া যায় এমন গুণই বিধেয়ক হিসেবে উপলক্ষণ।

প্রশ্ন ৮। বিধেয়ক কোন পদ নয় কেন? [দি. বো. '১৯, '১৬]

উত্তর: বিধেয়ক এক প্রকার সম্পর্ক, তাই বিধেয়ক পদ নয়। কোনো জাতি বা শ্রেণিবাচক বিধেয় পদবিশিষ্ট সদর্থক যুক্তিবাক্যের উদ্দেশ্য পদের সাথে বিধেয় পদের যে সকল সম্পর্ক থাকতে পারে, সেই সকল সম্পর্কসমূহকে বিধেয়ক বলে। তাই দেখা যাচ্ছে যে, বিধেয়ক এক প্রকার সম্পর্ক এবং এটি কেবল সদর্থক যুক্তিবাক্যে থাকে। যেহেতু বিধেয়ক এক প্রকার সম্পর্ক, তাই বিধেয়ক পদ নয়।

প্রশ্ন ৯। 'কোন যুক্তিবাক্যে বিধেয়ক থাকে না'– ব্যাখ্যা কর।

[রা. বো. '১৮; কু. বো. '১৮, চ. বো. '১৮; ব. বো. '১৮;]

উত্তর: E এবং O যুক্তিবাক্যে কোনো বিধেয়ক থাকে না। কারণ–

১. এ যুক্তিবাক্য দুটি নঞর্থক।

২. এ যুক্তিবাক্য দ্বয়ের উদ্দেশ্য এ বিধেয় পদ দুটি পরস্পর ভিন্ন তাই তারা কেনো সম্পর্ক বহন করে না।